# তুমি কেমন করে গান কর হে গুনী

অনুরীনা দাস

কিংবদন্তী সুরস্রষ্টা গীতিকার, বাংলা সংস্কৃতির কর্ণধার, দিকপাল সলিল চৌধুরীর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সবিতা চৌধুরীর সাথে অন্তরঙ্গ কিছু সময় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল গত ৩০শে মে ২০১০। আজ থেকে ৯-১০ মাস আগে স্যাটেলাইট টিভির কল্যানে ''তারা মিউজিক'' এ ''আজ সকালের আমন্ত্রন'' নামে এক প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত সবিতা এবং অন্তরা চৌধুরীর সাথে ফোনে সামান্য আলাপচারিতা এবং তখন ই জানতে পারি তাঁর ছোটো মেয়ে সঞ্চারী চৌধুরী সিডনীতে কর্মরত। এরপর বেশ কয়েকবার সঞ্চারীর সাথে আমার কথা হয়। জানতে পারি সঞ্চারী বরেন্য পরিচালক George Miller (Happy Feet খ্যাত) এর সাথে Happy Feet 2 এ কর্মরত।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের এক সকালে আমায় ফোন করেন বরেন্য শিল্পী সবিতা চৌধুরী এবং জানান তিনি সিডনী এসেছেন, থাকবেন কয়েক সপ্তাহ। ভাবতেই পারছিলাম না যে সামনে বসে উনার সাথে কথা হবে জানবো সুরস্রষ্ঠা সলিল চৌধুরীর জীবনের কিছু কথা, হয়তোবা কিছু গান ও শোনা হবে। এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য!!! গত ৩০শে মে বিনয়ী এ শিল্পী আমাদের আমন্ত্রন গ্রহন করেন এবং বাড়ীতে কাটিয়ে যান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সংগীত পিপাসু ভক্ত, যারা পরিচিত পুরোনো দিনের গানের সাথে তাঁরা অবশ্যই ভুলেন নি, হলুদ গাঁদার ফুল, সুরের এই ঝর ঝর ঝরনা প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা গানের এই সুকণ্ঠী গায়িকাকে। উল্লেখ্য

আরো কিছু গান যেমন বউ কথা ব'লে পাখি, মিটি মিটি তারারা, যা রে যা যা, আই ঘির ঘির সাঁওন কি, চাঁদ কাভি থা বাহুমে ইত্যাদি। মহিলা কণ্ঠে গীত লতা মঙ্গেশকরের পরে সবিতা চৌধুরীই গেয়েছেন সুরস্রষ্ঠা সলিল চৌধুরীর অধিকাংশ গান।

সুদীর্ঘ আলাপচারিতায় পারিবারিক অনেক স্মৃতির কথা ব্যক্ত করলেন। জানালেন কিভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিচয় হয়েছিল সলিল চৌধুরীর সাথে, কিভাবে ধীরে ধীরে অনুরক্ত হলেন। তারপর হঠাৎ করে এই মহান সুরস্রষ্ঠার মৃত্যুবরন কতোটা শোক এবং দুঃখ নিয়ে এসেছিল এই পরিবারটির উপর। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সলিল চৌধুরীর সৃষ্ট কিছু গানের নেপথ্য কাহিনী। বাংলা গানের বিমুগ্ধ ভক্ত আজীবন শুনে যাবে সেই সব কালজয়ী গান যেমন হেমন্ত কণ্ঠে গীত- গাঁয়ের বধূ, আমি ঝড়ের কাছে, আমায় প্রশ্ন করে, পথ হারাবো বলেই এবার, লতা কণ্ঠে গীত-ও মোর ময়না গো, ওগো আর কিছু তো নয়, না যেয়োনা, শ্যামল কণ্ঠে গীত-যদি কিছু আমারে শুধাও, ঐ আঁকা বাঁকা যে পথ, দূর নয় বেশি দূর ঐ। এরকম আরো বহু বিখ্যাত গানে সলিল চৌধুরী বাংলা গানের জগৎকে আজীবনের জন্য সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর প্রয়ানে বিখ্যাত সংগীতকার নৌসাদ - এর উক্তি ই যথার্থ -"One of the seven notes of music has been lost."

কথাপ্রসংগে সবিতা চৌধুরী জানালেন, সলিল চৌধুরী ছিলেন সন্তান অন্তপ্রাণ। ছেলেমেয়েদের জন্য রাধঁতে খুব ভালোবাসতেন এবং খুব ভাল মাংস রান্না করতেন, এমনকি একদিন জুহু বীচের বালি দিয়ে মুড়ি ভাজার চেষ্টা করেছিলেন, মেয়েদের মুড়ি খাওয়াবেন বলে। এমন অনেক পারিবারিক গল্প করে গেলেন মন খুলে। জানতে পারলাম বড় ছেলে নিউজার্সিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত এবং ছোট ছেলে সঞ্জয় চৌধুরী বম্বেতে মিউসিক ডিরিকটার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বিনীত এ শিল্পীর কাছ থেকে আর ও জানা গেল তৎকালিন শিল্পী, গীতিকার, সুরকারদের আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় কিভাবে এক একটি গান শিল্প হয়ে উঠতো, কত অপরিসীম পরিতৃপ্তি তারা পেতেন সেই আন্তরিক সৃষ্টিতে। বর্তমানকালের কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সেই সৃষ্টির আনন্দ পাওয়া যায়না বলে জানালেন। অনেক কথা প্রসংগে একটু ক্ষোভ সহকারে বললেন শিকড়হীন সংস্কৃতির প্রভাবে সাহিত্য ও সংগীতচর্চা ব্যাহত হচ্ছে এবং নুতন প্রজন্ম শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। বললেন, বাংলা সংগীতের যে বিরাট ভান্ডার আমাদের আছে তা সঠিক সংরক্ষন এবং শুদ্ধ চর্চা করা আমাদের সকলের উচিত। আশীর্বাদ করলেন যখন শুনলেন তিন জন কিংবদন্তী গীতিকারত্রয়ের (পুলক বন্দোপ্যাধায়, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, সলিল চৌধুরী) জীবন এবং কিছু কালজয়ী গান নিয়ে সৃজন ছন্দ আয়োজন করেছিল ''এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়'' অনুষ্ঠানটি ।

আমরা গুটি কয়েক সংগীত পিপাসু শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম এই গুনী শিল্পীর জীবনের স্মৃতিচারন। সত্তরের কাছাকাছি পৌছানো এই শিল্পী এখনো অবলীলায় গেয়ে যান শ্রুতিমধুর সব রাগাশ্রয়ী গান। সবিতা চৌধুরীর গীত গান গুলি রাগ এবং সুর বৈচিত্রে নিতান্ত ই কঠিন। কথাপ্রসংগে জানালেন তিনি এবং অন্তরা চৌধুরী (তেলের শিশি ভাংলো বলে, বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে সমস্ত

অসামান্য গানের শিল্পী) বর্তমানে সলিল চৌধুরীর অপ্রকাশিত গানের এলবাম তৈরীর কাজে ব্যস্ত আছেন। বেশ কিছু অপ্রকাশিত গান গেয়েও সোনান তিনি।

সংগীতসাধক সলিল চৌধুরীর সহধর্মিনী, শিল্পী সবিতা চৌধুরীর উজ্জল উপস্থিতিময় এই দিনটি চিরদিন মনের মনিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। সবশেষে এ মহান শিল্পীর দীর্ঘায়ু কামনা করি, কামনা করি এ গুনী শিল্পী বাংলা গানের প্রবাদ পুরুষ সলিল চৌধুরীর সৃষ্টিকে আমাদের সামনে আরো বিকশিত করুক, উজ্জল করুক। তাঁর শৈল্পিক সাধনায়, গানে আমাদের আরো সমৃদ্ধ করুক।

সিডনী, ০৯/০৬/২০১০